দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 1-7 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩ .....

ঢাবি'র ঘটনা: তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে ছাত্র শিক্ষকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংস ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কম সময়ের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনকে স্বাগত জানিয়েছেন তারা। একই সঙ্গে রিপোর্টে উল্লেখিত সুপারিশমালাকেও সময়োপযোগী হিসেবে আখ্যায়িত করে তা বাস্তবায়নের দাবী জানিয়েছেন। আবার কেউ কেউ কমিশনের রিপোর্টকে স্রেফ আইওয়াশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে, ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিবেশ ধরে রাখতে আবারও কারাবন্দী ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দাবী করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, কমিশনের রিপোর্টে ছাত্র রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে। তা করতে হলে 'পলিটিক্যাল পার্টি রেগুলেশন এ্যাক্ট-১৯৭৬' সংশোধন করতে হবে। ছাত্রদের অধিকার ভিত্তিক রাজনীতি চালু রাখার স্বার্থে ডাকসু পৃঃ ৫ঃ কঃ ৭

ঢাবি'র ঘটনা : তদন্ত রিপোর্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে অনেক দুর্নীতি কমবে। ছাত্ররা তাদের দাবী আদায় করতে পারবে। শিক্ষক রাজনীতির ব্যাপারে তিনি বলেন, শিক্ষকরা কখনোই লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি করে না। তবে সবার আগে কারাবন্দী ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া দরকার।

শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর তাসনেমা এসএ ইসলাম তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের ব্যাপারে বলেন, এসব ব্যাপার নিয়ে কর্তৃপক্ষ কোন চিন্তাই করছে না। ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, শিক্ষকরা সব সময়ই মুক্তবুদ্ধির রাজনীতি করে।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সামসুল আলম সজ্জন ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান মাসুম গতকাল এক বিবৃতিতে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ ও ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে আলোচনা এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবী জানিয়েছেন।

বাংলা বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, কমিশন কম সময়ের মধ্যে একটি যথোপযোগী রিপোর্ট পেশ করেছে। ক্যাম্পাসের পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার জন্য কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা দরকার। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র জামাল মাহমুদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংস ঘটনার রিপোর্টটি ছুটির দিনকে সামনে রেখে পেশ করায়, কোন প্রভাবই পড়েনি ক্যাম্পাসে। তথাপি এই রিপোর্টের দিকে সবাই তাকিয়ে ছিল একটি কারণে, সেটি হলো ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির ব্যাপারে রিপোর্টে কিছু একটা বলা হবে অথচ বিষয়টি এখনো কুয়াশায় ভাসছে। সুতরাং, আমার মনে হচ্ছে এটি আইওয়াশ ছাড়া আর কিছু নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথম বর্ষের ছাত্র শিমুল আহমেদ বলেন, আমার মনে হয়না কর্তৃপক্ষ কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে পারবে। ছাত্ররা সবসময় স্বাধীন থাকতে চায়। ক্যাম্পাসের পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে অবিলম্বে কারাবন্দী ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া প্রয়োজন।